কালের কণ্ঠ

29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১

উপাচার্যের বিরুদ্ধে সবাই একাট্টা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকুল ইসলাম, বরিশাল ▷

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা। পরে সেই আন্দোলনে শামিল হন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা। একপর্যায়ে সুধীসমাজের অংশগ্রহণে আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। অবশেষে বরিশাল নগরের প্রাণকেন্দ্র সদর রোড ছাড়িয়ে আন্দোলন গিয়ে ঠেকেছে ক্যাম্পাসে। উপাচার্যের অপসারণ চেয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলছে ক্যাম্পাসে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরাও আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য কোটা সংরক্ষিত না রাখা এবং নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ এনে উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে লাগাতার কর্মসূচি পালন করছে সুধীসমাজ। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তবে হঠাৎ করেই উপাচার্য ড. এস এম ইমামুল হকের অপসারণ দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। উপাচার্য অপসারণের এক দফা দাবির নেপথ্যে অন্তত ২২টি যৌক্তিক দাবির কথা উল্লেখ করেছে শিক্ষার্থীরা। সেই যৌক্তিক দাবির প্রতি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন গত মঙ্গলবার একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর ৩৯টি পদে নিয়োগের জন্য গত ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ওই পদের বিপরীতে এক হাজার ৭৪৭টি আবেদন জমা পড়ে। বাছাই করে ৯৬৭ জনকে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে, 'সকল প্রার্থীকে প্রাথমিক বাছাই-এর জন্য লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।' অথচ অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য উপরেজিস্ট্রার ও উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে শুধু মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনিদের জন্য ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিজ্ঞপ্তিতে কোটার বিষয়টি উল্লেখ নেই।

উপাচার্যের বক্তব্য : বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এস এম ইমামুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করতেই সেমিস্টার ফি সঠিক সময়ে পরিশোধ না করলে জরিমানার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভাগ উন্নয়ন ফি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের আর্থিক চাপ কমাতে প্রতি সেমিস্টারে বিভাগ উন্নয়ন ফি ৫০০ টাকা করে দুই হাজার ৫০০ টাকার বিপরীতে চার হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে।

সিন্ডিকেটের জরুরি সভা : রেজিস্ট্রার মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য গত সোমবার সন্ধ্যায় সিন্ডিকেটের জরুরি সভা হয়েছে। শিক্ষা ও প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় সভা থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।